

মাটির অম্লত্ব ব্যবস্থাপনা :

উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো মাটি। মৃত্তিকা আর পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব যা আমরা মাটির pH দ্বারা প্রকাশ করে থাকি। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিতে প্রাকৃতিকভাবেই অম্লত্ব বা এসিডিটির পরিমাণ বেশী। কোন মাটির স্বাস্থ্য কেমন বা উৎপাদনশীল কি না তা মাটির pH দ্বারা বুঝা যায়। যদি মাটির pH কম হয় তবে অম্লত্বেও পরিমাণ বেশী। আবার মাটির pH বেশী হলে অম্লত্বের পরিমাণ কম। কোন মাটির pH ৭.০ এর কম হলে সে মাটি অম্লীয়। আবার ৭.০ এর বেশী হলে তা ক্ষারীয়। কোন মাটির pH ৭.০ বা ৭.০ এর কাছাকাছি হলে সে মাটি নিরপেক্ষ। মাটির অম্লমান ৭ এর কাছাকাছি হলে মাটিতে উদ্ভিদের অধিকাংশ পুষ্টি উপাদান গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। মাটিতে অম্লত্ব বৃদ্ধি পেলে সার প্রয়োগ করেও কাজিত ফলন পাওয়া যায় না। এছাড়াও অত্যধিক অম্লীয় মাটিতে জন্মানো ফসলের গুণগত মানও কমে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে মানব স্বাস্থ্যের জন্য এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে মাটিতে চুন প্রয়োগ করে মাটির অম্লত্ব হ্রাস করা প্রয়োজন। কিন্তু সব অঞ্চলের মাটির জন্য চুন প্রয়োগের মাত্রা এক নয়। যেমন- এটেল মাটির এক একক অম্লত্ব হ্রাস করার জন্য যে পরিমাণ চূনের প্রয়োজন, দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ মাটিতে তার চেয়ে কম চূনের প্রয়োজন। এজন্য এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন মাত্রার চুন প্রয়োগের উপর গবেষণা আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাটির অম্লত্ব দূরীকরণে কী হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে এর উপর গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ বিষয়ে স্বল্প সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এর ফলে মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে, পাশাপাশি মৃত্তিকা অম্লত্বের ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত মান সম্পন্ন খাদ্যোৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।